প্রথম আলো

তারিখ 24 NOV 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

এমবিবিএস প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ

ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মানববন্ধন স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারি ১৪টি মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষাকে 'প্রহসনমূলক' উল্লেখ করে ওই পরীক্ষা ও ফলাফল বাতিলের দাবি জানিয়েছেন শতাধিক পরীক্ষার্থী। গতকাল বৃহস্পতিবার এসব ক্ষুব্ধ ও অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের পর মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

রাজধানী ছাড়াও ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও কুমিল্লায় ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকেরা প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ তুলে মিছিল ও মানববন্ধন করেছেন। তাঁরা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং স্বাস্থ্য উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন।

১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই ভর্তি পরীক্ষা ও ফলাফল বাতিল করে নতুনভাবে পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে এসব ছাত্রছাত্রী আইনের আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ জন্য তাঁরা বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেনের চেম্বারে যোগাযোগ করেন। এ প্রসঙ্গে ড. কামালের জুনিয়র ব্যারিস্টার তানজীব-উল-আলম জানান, গতকাল হাইকোর্টে রিট মামলা দাখিলের কাজ সম্পন্ন হয়নি। আগামী রোববার এ মামলা দাখিল হবে বলে তিনি জানান।

শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা বাতিল ছাড়াও ২৬ নভেম্বর থেকে ঘোষিত ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানান।

পরীক্ষার্থীদের এই দাবি যৌক্তিক আখ্যা দিয়ে তা মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেন এবং সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম। গতকাল প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন চলাকালে সেখানে হাজির হয়ে এই দুই বিশিষ্ট আইনজীবী পরীক্ষার্থীদের দাবি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেন।

ড. কামাল হোসেন বলেন, মেধাকে নষ্ট করতে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হচ্ছে। এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। তাই এই অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী তাজবিন আহমেদ। তিনি বলেন, প্রায় এক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকায় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন বিক্রি হয়েছে। যারা প্রশ্ন পেয়েছে তারা মাত্র ২০-২৫ মিনিটের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করেছে। এর ফলে মেধাবী ছাত্ররা ভালো পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তিনি পরীক্ষা বাতিল করতে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ও স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সুফিয়া রহমানের প্রতি আহ্বান জানান।

অভিভাবক কর্নেল (অব.) এম আবদুল হাই সম্মেলনে অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়ে ফেইম কোচিং সেন্টারে ভর্তির জন্য কোচিং করেছিল। পরীক্ষার আগের দিন ১৬ নভেম্বর রাতে ওই কোচিংয়ের পরিচালক তাকে ফোনে প্রশ্ন পাওয়ার কথা জানান। পরিচালক প্রশ্নের বিনিময়ে নয় লাখ টাকা দাবি করেন। তিনি পরিচালককে জানান, এই টাকা দিয়ে প্রশ্ন নেওয়া সম্ভব নয়।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আবদুল করিম ভূঁইয়া এসব ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীকে আইনগত সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেন।

সংবাদ সম্মেলনের পর হাইকোর্টের সামনে পরীক্ষার্থীরা মানববন্ধন করেন। এ ছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও পরীক্ষার্থীদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে একই স্থানে মানববন্ধন করেছেন।

এদিকে পরীক্ষা বাতিলের দাবির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কয়েকজন। গতকাল প্রথম আলো

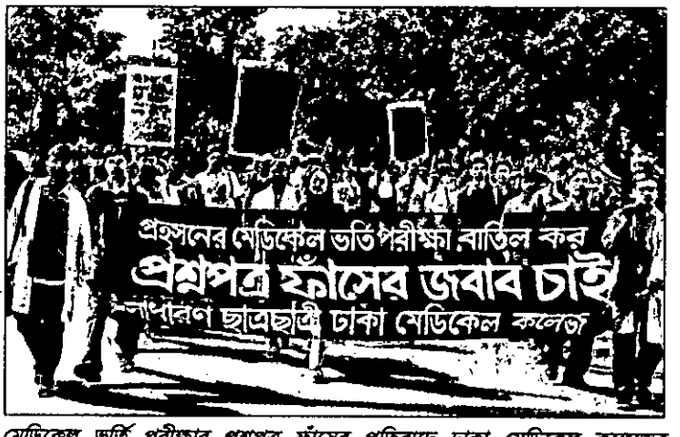

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা গতকাল নগরীতে প্রতিবাদ মিছিল করেন —প্রথম আলো

গত মঙ্গলবার ফলাফল প্রকাশের পর অকৃতকার্যরাই আন্দোলন শুরু করেছে।

ময়মনসিংহ থেকে নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, ময়মনসিংহের বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা গতকাল ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে সমাবেশ ও মিছিল করেন। একই দাবিতে বিকেলে প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করা হয়। পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বরাবরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এসব কর্মসূচিতে তাঁদের অভিভাবকেরাও উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপিতে পরীক্ষার্থীরা বলেন, প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ময়মনসিংহে এ প্রশ্নপত্র বিক্রি হয়েছে। তদন্ত করলে এর প্রমাণ মিলবে।

কুমিল্লা অফিস জানায়, এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল বাতিল করে নতুনভাবে পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন শতাধিক পরীক্ষার্থী। আজ শুক্রবার এ দাবিতে তাঁরা সকাল ১০টায় কুমিল্লা টাউন হল মাঠে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করবেন।

ফরিদপুর অফিস জানায়, বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে গতকাল জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। ফলাফল বাতিল না হলে আগামী রোববার তাঁরা ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করবেন।